Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামী মূল্যবোধ অবক্ষয়ের চ্যালেঞ্জ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

Taslima Akter

রোলঃ 23100121201

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামী মূল্যবোধ অবক্ষয়ের চ্যালেঞ্জ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

Taslima Akter

রোলঃ 23100121201

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামী মূল্যবোধ অবক্ষয়ের চ্যালেঞ্জ " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে Taslima Akter, আইডিঃ 23100121201 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামী মূল্যবোধ অবক্ষয়ের চ্যালেঞ্জ ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Taslima

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Taslima Akter

আইডিঃ 23100121201

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

প্রথম আধ্যায়ঃভূমিকা 8

১. প্রারম্ভিকা 8

২ .গবেষণার গুরুত্ব 10

৩ .গবেষণার উদ্দেশ্য 11

দ্বিতীয় আধ্যায়ঃআধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা কী এবং এর বৈশিষ্ট্য 12

১. প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা: 12

২. শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক পদ্ধতি: 12

৩. দক্ষতাভিত্তিক ও কর্মমুখী শিক্ষা: 13

৪. সৃজনশীলতা ও সমালোচনামূলক চিন্তা: 13

৫. নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ: 13

৬. জীবনমুখী শিক্ষা: 13

৭. বিশ্বায়ন ও আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি: 14

৮. বহুমাত্রিক মূল্যায়ন পদ্ধতি: 14

৯. আজীবন শিক্ষার ধারণা: 14

১০.বস্তুবাদী চিন্তাধারা: 14

অধ্যায় তৃতীয়ঃমূল্যবোধ- ধারণা,প্রকৃতি ও গুরুত্ব 15

১.মূল্যবোধের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ 15

২.নৈতিক মূল্যবোধের ধারণা 15

৩.ইসলামে মূল্যবোধের ধারণা 16

৪.ব্যক্তি জীবনে মূল্যবোধের গুরুত্ব 18

৫.সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনে মূল্যবোধের ভূমিকা 19

৬.শিক্ষা ও মূল্যবোধের সম্পর্ক 20

চতুর্থ অধ্যায়ঃইসলামী শিক্ষাদর্শ ও মূল্যবোধ 21

১.ইসলামে শিক্ষার উদ্দেশ্য :..21
২.কোরআনের আলোকে জ্ঞান ও শিক্ষা :...22
৩. হাদিসের আলোকে শিক্ষা ও চরিত্র গঠন :..24
৫. ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য...27
পঞ্চম অধ্যায়ঃইসলামী মূল্যবোধ অবক্ষয়ের কারণ...32
১. আল্লাহ বিমুখ শিক্ষা ব্যবস্থা:..32
২.বস্তুবাদ ও ভোগবাদী চিন্তাধারা:...32
৩.আধুনিক প্রযুক্তির অপব্যবহার :...33
৪.পারিবারিক পরিবেশের পরিবর্তন:...33
৫.ইসলাম ফোবিয়া:...35
৬.জীবন পদ্ধতি সম্পর্কে নির্দেশনা বর্জিত শিক্ষা:...36
৭.পশ্চিমা সাংস্কৃতির অন্ধ অনুকরন:..36
৮.দুর্নীতি ও সামাজিক অনিয়ম :...37
৯.আল্লাহ ভীতি ও আখেরাতের চেতনায় দুর্বলতা...37
ষষ্ঠ অধ্যায়ঃমূল্যবোধ অবক্ষয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকদের ভূমিকা ও সীমাবদ্ধতা........39
১.আদর্শ শিক্ষকের অভাব :...39
২.পদ্ধতিগত ত্রুটি :..39
৩.সহশিক্ষা ও মিশ্র সংস্কৃতির প্রভাব :..40
সপ্তম অধ্যায়ঃইসলামী মূল্যবোধ অবক্ষয়ের প্রভাব...42
১. নৈতিক চরিত্রের অবনতি..42
২. পারিবারিক বন্ধনের দুর্বলতা..42
৩. সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধি...43
৪. দুর্নীতি ও অন্যায়ের বিস্তার...43
৫. শিক্ষাব্যবস্থার অধঃপতন..43

৬. যুবসমাজের বিপথগামিতা..43
৭. মানসিক অশান্তি ও আত্মিক শূন্যতা..44
৮. জাতীয় ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ নষ্ট হওয়া..44
৯. আল্লাহর শাস্তি ও বরকত হ্রাস..44
অষ্টম অধ্যায়ঃতুলনামূলক বিশ্লেষণ..45
১. উদ্দেশ্যগত পার্থক্য..45
২. পাঠ্যক্রম (Curriculum)..45
৩. জ্ঞানধারার প্রকৃতি..45
৪. মূল্যবোধ ও নৈতিক শিক্ষা..46
৫. কর্মসংস্থান ও ব্যবহারিক দিক..46
৬. সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা..46
নবম অধ্যায়ঃউত্তরণের উপায় ও সুপারিশ..47
১. পারিবারিক শিক্ষার শক্তিশালীকরণ:..47
২. শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্তি:..47
৩. ধর্মীয় মূল্যবোধের পুনর্জাগরণ:..48
৪. গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের নিয়ন্ত্রণ:..48
৫. নৈতিক নেতৃত্ব ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা..48
৬. সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি..48
৭. পশ্চিমা সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণ পরিহার..49
৮.আদর্শ শিক্ষক গঠন:..49
৯. সহশিক্ষা ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা বজায় রাখা:..49
১০.ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা বৃদ্ধি :..49
১১. ভোগবাদী মানসিকতা নিয়ন্ত্রণ..50
১২.যুব সমাজকে সঠিক দিক নির্দেশনা :..50

১৩.নারী ও পুরুষের নৈতিক শালীনতা :..50
১৪.শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় পরিবেশ সৃষ্টি :..50
১৫.পরিবার -শিক্ষা প্রতিষ্ঠান -সমাজের সমন্বয় 50
দশম অধ্যায়ঃউপসংহার..51
একাদশ অধ্যায়ঃগ্রন্থপঞ্জি..52

প্রথম আধ্যায়ঃভূমিকা

১. প্রারম্ভিকা

শিক্ষা মানুষের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ গুলোর একটি। মানুষ জন্মগতভাবে অজ্ঞ হলেও শিক্ষার মাধ্যমে সে জ্ঞান অর্জন করে, নিজের চিন্তা ভাবনার বিকাশ করে সমাজে একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠে। তাই শিক্ষাকে মানব জীবনের আলোকবর্তিকা বলা হয়। একটি জাতির বিকাশ ও টিকে থাকা নির্ভর করে তাদের জ্ঞানগত উৎকর্ষতার উপর। আর একটি সুন্দর ও সঠিক আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থায় তার মাধ্যম। শিক্ষা মানুষের মনের অন্ধকার দূর করে। এটি মানুষের জ্ঞান ও দক্ষতার বিকাশ ঘটিয়ে তাকে জীবনে সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। মূলত শিক্ষার মাধ্যমে সমাজ তার সমগ্র উন্নতি এবং প্রভৃতি সাধন করতে পারে। বলা হয় পৃথিবীর যে জাতি যত শিক্ষিত সে জাতি তত উন্নত। কোন জাতি শিক্ষা ছাড়া তাদের ভাগ্যোন্নয়ন করতে পারে না।

তবে শিক্ষা শুধুমাত্র একটি মাধ্যম নয়, এটি মানুষের নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা এবং প্রার্থীর জীবনের উন্নতির জন্য অপরিহার্য। আল্লামা ইকবালের ভাষায়,
"জ্ঞান বলতে আমি ইন্দিয়ানুভূতি ভিত্তিক জ্ঞানকে বুঝি। জ্ঞান প্রধান করে শক্তি আর এই শক্তি দ্বীনের অধীন হওয়া উচিত।"
কারণ তা যদি দ্বীনের অধীন না হয় তবে তা হবে নির্ভেজাল পৈশাচিক।এর বিপরীত হলেই অর্থাৎ শিক্ষা ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ হলে তার সুদূর প্রয়াসী প্রভাব পড়তে বাধ্য গোটা জাতির মন মানসিকতার আচার-আচরণের এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে। তাইতো মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

"জ্ঞান অর্জন করার প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ। "
এই হাদিস থেকে বোঝা যায় জ্ঞান অর্জন শুধু একটি ভালো কাজ নয়, বরং এটি ধর্মীয় দায়িত্ব। এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করলেই কেবল আমরা দুনিয়া এবং আখিরাতে সফলতা লাভ করতে পারব।

বর্তমান বিশ্বের শিক্ষা ব্যবস্থা মানব সভ্যতার অগ্রগতির অন্যতম প্রধান নিয়ামক হিসেবে বিবেচিত। বিশেষ করে আধুনিক যুগে প্রযুক্তি নির্ভরতা, বৈশ্বিক যোগাযোগ এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের দ্রুত বিস্তারের ফলে শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এই পরিবর্তনের ফলে একদিকে যেমন শিক্ষার বিস্তার ও কর্মমুখী দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে অন্যদিকে তেমনি মানব জীবনের নৈতিক ও আত্মিক ভিত্তি বিশেষত ইসলামী মূল্যবোধ ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়েছে। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এই মূল্যবোধগত অবক্ষয় আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক চ্যালেঞ্জ হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। আজকের আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় জাগতিক উন্নতি ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকে এতটাই প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে যে ইসলামী মূল্যবোধের কোন শক্তিশালী ভিত্তি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়েছে।

এই গবেষণায় প্রথমে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যেখানে প্রযুক্তি নির্ভরতা, কর্মমুখীতা এবং বস্তুবাদী চিন্তা ধারার প্রভাব বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। একই সাথে ইসলামী মূল্যবোধের ধারণা, সংজ্ঞা এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করা হয়েছে, যা মানুষের নৈতিক উন্নয়ন, আত্মশুদ্ধি এবং পরকালীন সফলতাকে গুরুত্ব দেয়।
এ গবেষণা পত্রটি আধুনিক শিক্ষার বাহ্যিক এবং এর অন্তরালে লুকিয়ে থাকা আধ্যাত্মিক রিক্ততার একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করবে। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় বিভিন্ন সমস্যার ফলে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ইসলামী মূল্যবোধের যে বিচ্যুতির ঘটছে,তা অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়। ফলে সমাজে যে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে তার একটা সুনিপুণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।এছাড়া প্রথাগত মাদ্রাসা ও আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে উভয় ব্যবস্থার শক্তি ও দুর্বলতা নির্ণয় করা সম্ভব হবে।

এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কেবল অভিযোগ নয়, বরং উত্তরণের বাস্তবসম্মত পথ খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে। যেই পথগুলো অনুসরণে আমরা আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে মূল্যবোধসম্পন্ন করতে সক্ষম হব ইনশাআল্লাহ। এই গবেষণার শেষভাগে একটি সাক্ষাৎকার যুক্ত করা হয়েছে, যাব বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে আধুনিক শিক্ষার চ্যালেঞ্জ সমাধান কে আরো স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলবে।

পরিশেষে, আধুনিক জ্ঞান ও ইসলামী আদর্শের একটি সুষম সমন্বয় পারে বর্তমান প্রজন্মের নৈতিক দেউলিয়াত্ত ঠেকাতে এবং একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও আদর্শিক সমাজ উপহার দিতে।

২ .গবেষণার গুরুত্ব

আধুনিক বিশ্বে শিক্ষা ব্যবস্থার দ্রুত পরিবর্তনের ফলে নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধের জায়গায় বস্তুবাদী ও ভোগবাদী চিন্তাধারা প্রভাব বিস্তার করছে। এ প্রেক্ষাপটে ইসলামী মূল্যবোধের অবক্ষয় নিয়ে গবেষণা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও তাৎপর্যপূর্ণ।

★এই গবেষণা শিক্ষাব্যবস্থার বর্তমান দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতাগুলো চিহ্নিত করতে সহায়তা করে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষিত হলেও নৈতিকতার দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়ছে। ফলে সমাজে দুর্নীতি, অসততা ও নৈতিক অবক্ষয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই গবেষণা এসব সমস্যার মূল কারণ বিশ্লেষণ করতে সহায়ক হবে।

★ইসলামী মূল্যবোধ মানব জীবনের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নের মূল ভিত্তি। সত্যবাদিতা, আমানতদারিতা, ন্যায়পরায়ণতা, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি—এসব গুণাবলি ইসলামি শিক্ষার মাধ্যমে বিকশিত হয়। গবেষণাটি দেখাবে কীভাবে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা এসব গুণাবলিকে উপেক্ষা করছে এবং এর ফলে ব্যক্তি ও সমাজে কী নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

★এই গবেষণা আধুনিক শিক্ষা ও ইসলামী শিক্ষার মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরবে। বর্তমান যুগে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও দক্ষতা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি নৈতিকতা ও মূল্যবোধও সমানভাবে জরুরি। গবেষণাটি একটি ভারসাম্যপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা গঠনের দিকনির্দেশনা দিতে পারে।

★এটি নীতিনির্ধারক, শিক্ষক ও অভিভাবকদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করবে। তারা বুঝতে পারবেন কীভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইসলামী মূল্যবোধ জাগ্রত করা যায় এবং তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগযোগ্য করে তোলা যায়।

★এই গবেষণা সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধি করবে। মানুষ উপলব্ধি করতে পারবে যে কেবলমাত্র একাডেমিক জ্ঞান অর্জনই যথেষ্ট নয়, বরং নৈতিকতা ও চরিত্র গঠনও সমান গুরুত্বপূর্ণ।
★ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে এই গবেষণা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। কারণ মূল্যবোধসম্পন্ন শিক্ষিত জনগোষ্ঠীই একটি শান্তিপূর্ণ, ন্যায়ভিত্তিক ও উন্নত সমাজ গঠন করতে সক্ষম।
এই গবেষণাটি কেবল একটি একাডেমিক কাজ নয়, বরং এটি ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র—তিনটি স্তরেই ইতিবাচক পরিবর্তন আনার সম্ভাবনা রাখে। তাই আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামী মূল্যবোধের অবক্ষয় নিয়ে গবেষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী।

৩ .গবেষণার উদ্দেশ্য

উদ্দেশ্য হলো আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামী মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণ, প্রভাব ও প্রতিকার নির্ণয় করা। নির্দিষ্টভাবে উদ্দেশ্যগুলো হলো—
★আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামো, পাঠ্যক্রম ও শিক্ষণ-পদ্ধতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে ইসলামী মূল্যবোধ কোথায় এবং কীভাবে উপেক্ষিত হচ্ছে তা নির্ণয় করা।
★শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত, নৈতিক ও সামাজিক জীবনে ইসলামী মূল্যবোধের গুরুত্ব তুলে ধরা এবং এর অবক্ষয়ের ফলে কী ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে তা চিহ্নিত করা।
★শিক্ষার্থীদের আচরণ, মনোভাব ও জীবনধারায় আধুনিক শিক্ষার প্রভাব বিশ্লেষণ করে মূল্যবোধের পরিবর্তনের ধারা নিরূপণ করা।
★ইসলামী শিক্ষা ও আধুনিক শিক্ষার মধ্যে বিদ্যমান দূরত্ব নির্ণয় করা এবং এ দুই ধারার মধ্যে সমন্বয়ের সম্ভাবনা খুঁজে বের করা।
★শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামী মূল্যবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য কার্যকর ও বাস্তবসম্মত কিছু প্রস্তাবনা প্রদান করা।
★শিক্ষক, অভিভাবক ও নীতিনির্ধারকদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করে তাদের জন্য করণীয় নির্ধারণ করা।

দ্বিতীয় আধ্যায়ঃআধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা কী এবং এর বৈশিষ্ট্য

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার সংজ্ঞা

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা বলতে এমন একটি শিক্ষা কাঠামোকে বোঝায় যা শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক, প্রযুক্তিনির্ভর, জীবনমুখী এবং দক্ষতাভিত্তিক। UNESCO এর মতে, আধুনিক শিক্ষা এমন একটি প্রক্রিয়া যা শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ এবং মনোভাবের সমন্বিত বিকাশ নিশ্চিত করে এবং তাদেরকে একটি পরিবর্তনশীল বিশ্বে কার্যকরভাবে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুত করে ।

অন্যদিকে World Bank শিক্ষা খাতে আধুনিকায়নকে এমন একটি উপায় হিসেবে বিবেচনা করে যা মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য।

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য:

১. প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা:

আধুনিক শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (ICT) ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, ডিজিটাল কনটেন্ট এবং ভার্চুয়াল ক্লাসরুমের মাধ্যমে শিক্ষার প্রসার ঘটেছে। এটি শিক্ষাকে সহজলভ্য ও ইন্টারঅ্যাকটিভ করেছে।

২. শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক পদ্ধতি:

এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীই শিক্ষার মূল কেন্দ্র। শিক্ষক এখানে একজন সহায়ক বা গাইড হিসেবে কাজ করেন। শিক্ষার্থীর আগ্রহ, প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুযায়ী পাঠদান পরিচালিত হয়।

৩. দক্ষতাভিত্তিক ও কর্মমুখী শিক্ষা:

আধুনিক শিক্ষায় শুধু তাত্ত্বিক জ্ঞান নয়, বরং ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এতে শিক্ষার্থীরা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত হয়।

৪. সৃজনশীলতা ও সমালোচনামূলক চিন্তা:

মুখস্থ নির্ভর শিক্ষার পরিবর্তে সমস্যা সমাধান, বিশ্লেষণধর্মী চিন্তা এবং উদ্ভাবনী ক্ষমতা উন্নয়নে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

৫. নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ:

আধুনিক শিক্ষা শুধু জ্ঞান নয়, বরং নৈতিকতা, সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং মানবিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটায়।

৬. জীবনমুখী শিক্ষা:

শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যার সমাধান এবং বাস্তব পরিস্থিতিতে প্রয়োগযোগ্য জ্ঞান প্রদান করা হয়।

৭. বিশ্বায়ন ও আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি:

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার্থীদেরকে বৈশ্বিক নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করে। বিভিন্ন সংস্কৃতি ও আন্তর্জাতিক মান সম্পর্কে জ্ঞান প্রদান করা হয়।

৮. বহুমাত্রিক মূল্যায়ন পদ্ধতি:

শুধু লিখিত পরীক্ষার উপর নির্ভর না করে প্রজেক্ট, প্রেজেন্টেশন, অ্যাসাইনমেন্ট এবং ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর দক্ষতা যাচাই করা হয়।

৯. আজীবন শিক্ষার ধারণা:

আধুনিক শিক্ষা জীবনব্যাপী শেখার ওপর গুরুত্ব দেয়, যাতে ব্যক্তি পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।

১০.বস্তুবাদী চিন্তাধারা:

আধুনিক শিক্ষা শিক্ষার্থীকে জীবনের মূল লক্ষ্য হিসেবে পার্থিব সাফল্য, অর্থাৎ ভোগ বিলাস ও বস্তুগত উন্নয়নকে অধিক গুরুত্ব দেয়। এখানে শিক্ষা গ্রহণের প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে দাড়াই ভালো চাকরি পাওয়া, বেশি অর্থ উপার্জন করা এবং সামাজিক মর্যাদা অর্জন করা। অর্থাৎ আধুনিক শিক্ষা শিক্ষার্থীদেরকে দক্ষকর্মী ও পেশাজীবী হিসেবে গড়ে তুলতে জোর দেয়।

অধ্যায় তৃতীয়ঃমূল্যবোধ- ধারণা,প্রকৃতি ও গুরুত্ব

মূল্যবোধ হল- মানুষের আচরণ পরিচালনাকারী নীতি ও মানদন্ড। মূল্যবোধ হল অকৃত্তিম ও অর্জিত আপসহীন নীতি যা দৈনন্দিন কাজের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়। এটি জীবনে ঐক্য ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে এবং ব্যক্তি ও সমাজের যথাযথ সম্পর্ক নির্ণয় করে।

১.মূল্যবোধের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ

মূল্যবোধ শব্দটি, 'মূল্য'' ও 'বোধ' থেকে গঠিত। অর্থাৎ, কোন কিছুরগুরুত্ব বা মর্যাদা সম্পর্কে মানুষের সচেতন উপলব্ধি হলো মূল্যবোধ।

পারিভাষিকভাবে,মূল্যবোধ হলো মানুষের এমন এক মানসিক উন্নৈতিক মানদন্ড, যার মাধ্যমে সে ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত বিচার করে এবং নিজের আচরণ পরিচালনা করে।এটি মানুষের অভ্যন্তরীণ এক নৈতিক বোধ যা সমাজকে সুশৃংখল রাখতে এবং সঠিক পথে পরিচালিত করতে সাহায্য করে।

সমাজবিজ্ঞানী স্টুয়ার্ট সি.ডড এর মতে "মূল্যবোধ হল সেই সব রীতি-নীতি যা ব্যক্তি সমাজের কাছ থেকে আশা করে এবং সমাজ ব্যক্তির কাছ থেকে লাভ করে।

২.নৈতিক মূল্যবোধের ধারণা

নৈতিক মূল্যবোধ হল মানুষের ভেতরের সেই সঠিক ও ভুলের বোধ, যা তাকে ন্যায়ের পথে চলতে এবং অন্যায় থেকে দূরে থাকতে অনুপ্রাণিত করে। এটি মূলত ব্যক্তির বিবেক এবং নৈতিকতার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে।

নৈতিক মূল্যবোধের কিছু বৈশিষ্ট্য:

★সৎ ও সত্যবাদী হওয়া

★ন্যায় পরায়ণতা বজায় রাখা

★অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া

★দায়িত্বশীল আচরণ করা

★শালীনতা ও ভদ্রতা প্রদর্শন করা

সহজ কথায়, সমাজ বা কেউ না দেখলে ও যখন একজন মানুষ নিজের আদর্শের জায়গা থেকে সঠিক কাজটি করেন,তখন তাকেই নৈতিক মূল্যবোধ বলা হয়।

৩.ইসলামে মূল্যবোধের ধারণা

ইসলামে মূল্যবোধ বলতে বুঝায়, মানুষের এমন নৈতিক,আধ্যাত্মিক ও সামাজিক মানদন্ড, যা আল কুরআন ও হাদিস দ্বারা নির্ধারিত এবং যা অনুসরণ করে মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে।

ইমাম আল -গাজ্জালী বলেন-

“মানুষের চরিত্র ও আচরণ কে সৎ ও কল্যাণমুখী করার যে নীতি, সেটি প্রকৃত মূল্যবোধ।”

কুরআনের আলোকে ইসলামী মূল্যবোধ :

তাকওয়া মানুষের নৈতিক ভিত্তি

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

“নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সেই অধিক সম্মানিত, যে অধিক পরহেজগার।”(সূরা হুজুরাত ৪৯:১৩)

ন্যায়বিচার

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

“নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায় বিচার ও সদাচারে নির্দেশ দেন।”(সূরা আন নাহল ১৬:৯০)

সত্যবাদিতা

وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

“সত্যবাদীদের সাথে থাকো।”(সূরা আত- তওবা ৯:১১৯)

সহমর্মিতা ও মানবতা

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

"যে একটি প্রাণ বাঁচায়, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে বাঁচালো।"(সূরা আল মায়াদা ৫:৩২)

আমানতদারিতা

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَـٰنَـٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আমানত যথাযথভাবে আদায় করতে নির্দেশ দেন।"(সূরা আন নিসা ৪:৫৮)

হাদিসের আলোকে ইসলামী মূল্যবোধ :

উত্তম চরিত্র

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বলেছেন, "আমি প্রেরিত হয়েছি উত্তম চরিত্র পূর্ণ করার জন্য।"

(মুসনাদে আহমাদ)

সত্যবাদিতা

"সত্য নেকির দিকে নিয়ে যায় আর নেকি জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়।"

(সহিহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

দয়া ও সহানুভূতি

"যে দয়া করে না তার প্রতি দয়া করা হয় না।"

(সহিহ বুখারী)

আমানতদারিতা

"যার মধ্যে আমানতদারিতা নেই, তার ঈমান নেই।"

(মুসনাদে আহমাদ)

ইসলামী মূল্যবোধের বৈশিষ্ট্য :

★ঐশী উৎসভিত্তিক - আল কুরআন ও সুন্নাহ নির্ভর।

★সার্বজনীনতা - সব যুগ ও সমাজে প্রযোজ্য।

★সমন্বিততা- ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রযোজ্য।

★চিরন্তনতা সময়ের সাথে পরিবর্তন হয় না।
★আখিরাতমুখীতা -পরকালীন সফলতার সাথে সম্পর্কিত।
ইসলামী মূল্যবোধ একটি পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা, যা মানুষের দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জীবনের সফলতা নিশ্চিত করে।

৪.ব্যক্তি জীবনে মূল্যবোধের গুরুত্ব

ব্যক্তি জীবনে মূল্যবোধের গুরুত্ব অত্যন্ত ব্যাপক ও গভীর। এটি মানুষের চিন্তা, আচরণ ও জীবনযাত্রাকে সঠিক পথে পরিচালিত করে।ব্যক্তি জীবনে মূল্যবোধের গুরুত্বগুলো হল -
*ব্যক্তি জীবনে মূল্যবোধের ফলে ব্যক্তি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে
*একজন চরিত্রবান মানুষ হতে পারে
*মূল্যবোধ মানুষকে নিজের আবেগ ও আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে শিখায়, যা একটি শৃঙ্খলা পূর্ণ জীবন গঠনে সহায়ক
*মূল্যবোধ ব্যক্তিকে মানসিক শান্তি ও সন্তুষ্টি দান করে কারণ তার বিবেক তাকে দোষারোপ করে না।
*জীবনে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে মূল্যবোধ ব্যক্তিকে নৈতিক ও যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।
*ভালো মূল্যবোধ ব্যক্তিকে অন্যের সাথে সদাচরণ করতে শিখায়, ফলে সম্পর্ক মজবুত হয়।
*মূল্যবোধ মানুষকে নিজেরও সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল হতে উদ্বুদ্ধ করে।
*মূল্যবোধ ব্যক্তিকে তার জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণের সহায়তা করে।
অর্থাৎ ব্যক্তি জীবনে মূল্যবোধ হল একটি দিকনির্দেশনা বা গাইডলাইন, যা মানুষকে সৎ, শৃঙ্খলাপূর্ণ ও সফল জীবন যাপন করতে সাহায্য করে। মূল্যবোধ ছাড়া ব্যক্তি জীবন বিশৃংখল ও লক্ষ্যহীন হয়ে পড়ে।

৫.সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনে মূল্যবোধের ভূমিকা

সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে মূল্যবোধের ভূমিকা অত্যন্ত মৌলিক ও অপরিহার্য।একটি সুস্থ, স্থিতিশীল ও উন্নত সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে জন্য মূল্যবোধ গুলো ভিত্তির মত কাজ করে।

★সমাজে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় মূল্যবোধ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সততা, ন্যায়পরায়ণতা, দায়িত্ববোধ ও পারস্পরিক সম্মানবোধ মানুষের মধ্যে শৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। যখন সমাজের অধিকাংশ মানুষ এই মূল্যবোধগুলো মেনে চলে, তখন অপরাধ, বিশৃঙ্খলা ও অবিচার কমে যায় এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশ গড়ে ওঠে।

★সামাজিক সংহতি ও ঐক্য গঠনে মূল্যবোধ অপরিহার্য। সহানুভূতি, সহযোগিতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ককে দৃঢ় করে। এর ফলে সমাজে বিভাজন কমে এবং সবাই মিলেমিশে বসবাস করতে পারে। একটি ঐক্যবদ্ধ সমাজই শক্তিশালী রাষ্ট্রের ভিত্তি।

★ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় মূল্যবোধের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। শাসক ও নাগরিক উভয়ের মধ্যে যদি ন্যায়বিচার, জবাবদিহিতা ও সততার মূল্যবোধ থাকে, তবে রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। দুর্নীতি কমে এবং জনগণের অধিকার নিশ্চিত হয়।

★অর্থনৈতিক উন্নয়নেও মূল্যবোধ প্রভাব ফেলে। কর্মনিষ্ঠা, সততা ও দায়িত্ববোধ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। যখন মানুষ প্রতারণা ও অনৈতিকতা থেকে দূরে থাকে, তখন ব্যবসা-বাণিজ্যে আস্থা বৃদ্ধি পায় এবং উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

★শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে মূল্যবোধ গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার মাধ্যমে যদি নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে তোলা হয়, তবে একটি সচেতন ও আদর্শ নাগরিক তৈরি হয়, যারা রাষ্ট্রের উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে।

★ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকেও সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে মূল্যবোধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলাম সততা, ন্যায়, সহানুভূতি, দানশীলতা ও মানবকল্যাণের উপর গুরুত্বারোপ করে। এই মূল্যবোধগুলো অনুসরণ করলে একটি ন্যায়ভিত্তিক ও কল্যাণমুখী সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে ওঠে।

সর্বোপরি বলা যায়, মূল্যবোধ ছাড়া একটি সমাজ বা রাষ্ট্র দীর্ঘস্থায়ীভাবে টিকে থাকতে পারে না। মূল্যবোধই মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করে এবং একটি উন্নত, শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের ভিত্তি স্থাপন করে।

৬.শিক্ষা ও মূল্যবোধের সম্পর্ক

শিক্ষা ও মূল্যবোধের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও পরস্পর নির্ভরশীল। সংক্ষেপে বললে- শিক্ষা মানুষকে জ্ঞান দেয়, আর মূল্যবোধ সেই জ্ঞানকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। *শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা সম্পর্কে ধারণা পায়। ফলে সততা, দায়িত্ববোধ, সহানুভূতি, ন্যায় পরায়ণতা ইত্যাদি মূল্যবোধ গড়ে ওঠে।

*মূল্যবোধ শিক্ষাকে মানবকল্যাণমুখী করে তুলে।

*শিক্ষা ও মূল্যবোধ একসাথে মানুষের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠন করে। একজন শিক্ষিত কিন্তু মূল্যবোধহীন ব্যক্তি সমাজের সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। প্রবাদে আছে, "দুর্জন বিদ্বান হলেও পরিত্যাজ্যা।"

*শিক্ষিত ও মূল্যবোধ সম্পন্ন নাগরিক একটি উন্নত সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এবং দুর্নীতি, অন্যায় ও অবক্ষয় কমাতে এই দুইয়ের সমন্বয় অপরিহার্য।

শিক্ষা ও মূল্যবোধ একে অপরকে ছাড়া অসম্পূর্ণ। সত্যিকারের শিক্ষা হলেও সেই শিক্ষা, যা মানুষের জ্ঞান বাড়ানোর পাশাপাশি তা নৈতিক উন্নয়ন ঘটায়।একটি আদর্শ দেশ গঠনের জন্য এই দুই এর সমন্বয় অপরিহার্য।

চতুর্থ অধ্যায়ঃইসলামী শিক্ষাদর্শ ও মূল্যবোধ

ইসলামী শিক্ষা আদর্শ বলতে বোঝায় -আল্লাহর নির্দেশনা অনুযায়ী এমন শিক্ষা ব্যবস্থা, যা মানুষের দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জীবনের কল্যাণ নিশ্চিত করে। এটি একটি সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা, যা মানুষের জ্ঞান,নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা ও চরিত্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।ইসলামী শিক্ষা ও মূল্যবোধ একে অপরের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

১.ইসলামে শিক্ষার উদ্দেশ্য :

ইসলামে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা, যাতে সে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি লাভ করতে পারে। ইসলামে শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু অথবা জ্ঞান অর্জন নয় মানুষের সামগ্রিক উন্নতি - আত্মিক, নৈতিক ও সামাজিক -নিশ্চিত করা। ইসলামী শিক্ষা মানুষের চিন্তা চরিত্র ও বিশ্বাসকে সঠিক পথে পরিচালিত করে এবং তাকে আল্লাহ মুখী জীবন গঠনে সহায়তা করে।

আল্লামা ইকবালের মতে,

"পূর্ণাঙ্গ মুসলিম তৈরি করাই হবে ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্য।"

ইসলামী শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো—

*আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন

*নৈতিক চরিত্র গঠন

*মানবসেবার মানসিকতা সৃষ্টি

*সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা

*দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা অর্জন

২.কোরআনের আলোকে জ্ঞান ও শিক্ষা :

ইসলামে জ্ঞান ও শিক্ষার গুরুত্ব অত্যন্ত ব্যাপক। মানবজাতিকে সঠিক পথ প্রদর্শন, আল্লাহর পরিচয় লাভ এবং সুন্দর সমাজ গঠনের জন্য জ্ঞান অর্জনকে অপরিহার্য করা হয়েছে। পবিত্র Al-Quran-এ বহু আয়াতে জ্ঞান, চিন্তা-গবেষণা ও শিক্ষার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। ইসলামের প্রথম ওহিই ছিল "পড়ো", যা শিক্ষার গুরুত্বকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরে।

জ্ঞান বলতে কোনো বিষয় সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি ও বোধশক্তিকে বুঝায়। ইসলামী দৃষ্টিতে জ্ঞান হলো এমন আলোক, যার মাধ্যমে মানুষ সত্য-মিথ্যা, হালাল-হারাম এবং ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য নির্ণয় করতে সক্ষম হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ

"পড়ো তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।"

— সূরা আল-আলাক **৯৬:১**

এই আয়াতের মাধ্যমে ইসলাম শিক্ষার সূচনা করেছে পাঠ ও জ্ঞানার্জনের নির্দেশ দিয়ে।

জ্ঞান মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি করে:

আল্লাহ তাআলা বলেন-

يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ دَرَجَٰتٍ

"আল্লাহ তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে তাদের মর্যাদা উচ্চ করে দেবেন।"

— সূরা আল-মুজাদালাহ **৫৮:১১**

এ আয়াত প্রমাণ করে যে জ্ঞানী ব্যক্তির মর্যাদা আল্লাহর নিকট অত্যন্ত উচ্চ।

জ্ঞানী ও অজ্ঞ সমান নয়:

পবিত্র Al-Quran-এ বলা হয়েছে—

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

"বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান?"

— সূরা আয-যুমার **৩৯:৯**

এর মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট হয়েছে।

*জ্ঞান মানুষকে আল্লাহ ভীরু করে :আল্লাহ বলেন-

الْعُلَمَاءُ عِبَادِهِ مِنْ اللَّهَ يَخْشَى إِنَّمَا

“আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই তাঁকে ভয় করে।”

— সূরা ফাতির ৩৫:২৮

অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞান মানুষকে তাকওয়া ও নৈতিকতার দিকে পরিচালিত করে।

চিন্তা ও গবেষণার প্রতি উৎসাহ:

কুরআনে বারবার মানুষকে আকাশ, পৃথিবী ও সৃষ্টিজগত নিয়ে চিন্তা করতে বলা হয়েছে। যেমন—

ٱلْأَلْبَٰبِ
إِنَّ فِى خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ لَـَٔايَٰتٍ لِّأُو۟لِى

“নিশ্চয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।”

— সূরা আলে ইমরান ৩:১৯০

এ আয়াত বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে।

কুরআনের আলোকে জ্ঞান ও শিক্ষা মানবজীবনের মৌলিক প্রয়োজন। ইসলাম জ্ঞানার্জনকে ইবাদতের মর্যাদা দিয়েছে এবং মানুষকে চিন্তা, গবেষণা ও নৈতিক জীবন গঠনের শিক্ষা দিয়েছে। তাই ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য কুরআনভিত্তিক শিক্ষার চর্চা অত্যন্ত জরুরি।

৩. হাদিসের আলোকে শিক্ষা ও চরিত্র গঠন :

ইসলামে শিক্ষা ও চরিত্র গঠন একে অপরের পরিপূরক। কেবল জ্ঞান অর্জনই ইসলামের লক্ষ্য নয়; বরং সেই জ্ঞানকে মানুষের আচার-আচরণ, নৈতিকতা ও জীবন পরিচালনায় বাস্তবায়ন করাই ইসলামী শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। মহানবী মুহাম্মদ (সা.) মানবজাতিকে এমন শিক্ষা দিয়েছেন যা মানুষের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে এবং উত্তম চরিত্র গঠনে সহায়তা করে। হাদিসে শিক্ষা অর্জনের গুরুত্ব যেমন বর্ণিত হয়েছে, তেমনি উত্তম চরিত্রের মর্যাদাও অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা হয়েছে।

শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে হাদিস:
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন—

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

"জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ।"
— সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস: ২২৪
এই হাদিস থেকে বোঝা যায় যে ইসলাম জ্ঞানচর্চাকে বাধ্যতামূলক করেছে। শিক্ষা মানুষকে সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায় এবং কল্যাণ-অকল্যাণ সম্পর্কে সচেতন করে।
আরেকটি হাদিসে এসেছে-

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ.

"যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে কোনো পথে চলে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।"
— সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৬৯৯
এই হাদিস শিক্ষা অর্জনের মর্যাদা ও ফজিলত স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে।

চরিত্র গঠনের গুরুত্ব:

ইসলামে উত্তম চরিত্রকে ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন—

خِيَارُكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا.

"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যার চরিত্র উত্তম।"
— সহিহ বুখারি, হাদিস: ৩৫৫৯

শিক্ষা মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধি করে, আর চরিত্র সেই জ্ঞানকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে শেখায়। ইসলামী শিক্ষা মানুষকে সত্যবাদিতা, আমানতদারিতা, নম্রতা, ধৈর্য ও মানবিকতা শিক্ষা দেয়। যদি শিক্ষার মাধ্যমে চরিত্র গঠন না হয়, তবে সেই শিক্ষা সমাজের জন্য কল্যাণকর হয় না।
রাসূলুল্লাহ (সা.) ছিলেন মানবজাতির সর্বোত্তম শিক্ষক ও আদর্শ চরিত্রের অধিকারী। তাঁর জীবন অনুসরণ করলে একজন ব্যক্তি নৈতিকভাবে উন্নত হতে পারে।

হাদিসের আলোকে শিক্ষা ও চরিত্র গঠন ইসলামী জীবনের অপরিহার্য অংশ। প্রকৃত শিক্ষা মানুষের অন্তরকে আলোকিত করে এবং উত্তম চরিত্র গঠনে সহায়তা করে। তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি সেই জ্ঞানের আলোকে নিজের চরিত্রকে সুন্দর করা এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আদর্শ অনুসরণ করা।

৪ . ইতিহাসে মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থার অবদান

৬২২সালে মদিনায় ইসলামিক রাষ্ট্র কায়েম হয়। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার সূচনা সেখান থেকেই। মসজিদে নববী ইসলামের প্রথম শিক্ষায়তন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম প্রথম শিক্ষক এবং সাহাবায়ে কেরাম প্রথম ছাত্র সমাজ। এখান থেকেই মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস শুরু হয়। তারপর ধীরে ধীরে সারা বিশ্বে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন হতে থাকে। সাহাবায়ে কিরাম এবং তাদের উত্তরসুরিরা পৃথিবীতে লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত মানবতার দুয়ারে দুয়ারে বয়ে নিয়ে যান ইসলামের সুমহান শিক্ষা। যেখানেই তারা গিয়েছেন,সেখানেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মানুষ গড়ার কেন্দ্র।এবং সেখানেই প্রজ্জ্বলিত হয়েছে জ্ঞানের আলো । এক নতুন সভ্যতা সংস্কৃতি মানুষের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছে প্রাণচাঞ্চল।
মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থা মানব সভ্যতার জ্ঞান বিজ্ঞান নৈতিকতা ও সাংস্কৃতির বিকাশে অসামান্য অবদান রেখেছে। ইসলামের সূচনা লগ্ন থেকে শিক্ষা অর্জনকে ইবাদতের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। কোরআন ও হাদিসে শিক্ষা তথা জ্ঞান অর্জনের ব্যাপারে অনেক আয়াত ও হাদিস রয়েছে।
মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান অবদান গুলো হলো :

জ্ঞানচর্চার প্রসার:

মুসলিমরা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে মক্তব, মাদরাসা, গ্রন্থাগার ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটায়। সাধারণ মানুষও শিক্ষার সুযোগ লাভ করে। আব্বাসীয় আমলে বাগদাদ, কর্ডোভা ও কায়রোর মতো শহরগুলো জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা:

মুসলিমরা বিশ্বের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। যেমন—

Al-Qarawiyyin University

Al-Azhar University

এসব প্রতিষ্ঠান ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি বিজ্ঞান, চিকিৎসা, দর্শন ও গণিত শিক্ষা দিত।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অবদান:

মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থা বিজ্ঞান গবেষণাকে উৎসাহিত করে। মুসলিম মনীষীরা চিকিৎসা, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, রসায়ন ও ভূগোলে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব:

Ibn Sina — চিকিৎসাবিজ্ঞান

Al-Khwarizmi — বীজগণিত

Jabir ibn Hayyan — রসায়ন

Al-Biruni — জ্যোতির্বিজ্ঞান ও ভূগোল

অনুবাদ আন্দোলন:

মুসলিম শাসকরা গ্রিক, পারস্য ও ভারতীয় জ্ঞানভাণ্ডার আরবিতে অনুবাদ করেন। এর ফলে বহু প্রাচীন জ্ঞান সংরক্ষিত হয় এবং পরবর্তীতে ইউরোপে নবজাগরণের পথ সুগম হয়।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য:

House of Wisdom

নৈতিক ও চরিত্র গঠন:

মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য ছিল শুধু তথ্য প্রদান নয়; বরং নৈতিকতা, তাকওয়া, মানবতা ও উত্তম চরিত্র গঠন।

উদাহরণসরূপ আমাদের সালফে সালিহীনদের জীবন গুলো বিশ্লেষণ করলেই বুঝা যাবে তারা কত উত্তম চরিত্র ও নৈতিকতার অধিকারী ছিল।

নারী শিক্ষার প্রসার:

ইসলাম নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য শিক্ষাকে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করে। মুসলিম সমাজে বহু নারী হাদিস, ফিকহ ও সাহিত্য শিক্ষায় অবদান রাখেন।

উদাহরণ:

Aisha bint Abu Bakr — হাদিস ও ইসলামী জ্ঞানে বিশিষ্ট অবদান রেখেছেন।

সংরক্ষণগ্রন্থাগার ও বই:

মুসলিম শাসনামলে বিশাল বিশাল লাইব্রেরি গড়ে ওঠে। সেখানে হাজার হাজার বই সংরক্ষণ করা হতো, যা জ্ঞান বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ইতিহাসে মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থা মানবসভ্যতার জ্ঞান, বিজ্ঞান, নৈতিকতা ও সংস্কৃতির বিকাশে এক স্বর্ণালী অধ্যায় রচনা করেছে। বর্তমান বিশ্বের বহু আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও গবেষণাপদ্ধতির ভিত্তি মুসলিমদের সেই ঐতিহাসিক অবদানের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থার আদর্শ অনুসরণ করে জ্ঞান ও নৈতিকতার সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন।

৫. ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

রাসূলুল্লাহ (সা:) আল্লাহ তায়ালা সর্বশেষ নবী তাই তার মাধ্যমে আল্লাহতালা নবুয়াতি শিক্ষা মিশনের পূর্ণতা দান করেছেন।এ কারণে রাসূলুল্লাহ সা: প্রদত্ত শিক্ষা কাঠামো ছিল সর্বাধিক থেকে পূর্ণাঙ্গ। তার শিক্ষা ব্যবস্থা বিনির্মিত হয়েছিল মানবজাতির ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মুক্তির উদ্দেশ্যে। তার শিক্ষানীতি কোন বিশেষ জাতি গোষ্ঠীর জন্য নয় বরং বিশ্ব মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে রচিত হয়েছে। এই শিক্ষানীতি সার্বজনীন ও চিরন্তন। কিয়ামত পর্যন্ত এই চিরন্তন শিক্ষানীতির বিকল্প কোন শিক্ষানীতি মানবতার জন্য সর্বাঙ্গীন কল্যাণবহ হবে না।এই ইসলামিক শিক্ষা নীতির বৈশিষ্ট্য গুলো হলো:

জ্ঞানের মূল উৎস আল্লাহ তাআলাঃ

রসূলের শিক্ষানীতি তথা ইসলামিক শিক্ষানীতির প্রথম কথাই হলো, জ্ঞানের প্রকৃত উৎস আল্লাহ তাআলা। মানুষ ও নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা মহান আল্লাহই সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের মূল উৎস ও প্রকৃত মালিকঃ

قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عَنْدَ اللهِ ملك.

হে নবী বলুন ! আল্লাহই সমস্ত জ্ঞানের মালিক (সূরা মূলক : ২৬, আহকাফ : ২৬)

هُوْ اللهُ الَّذِىْ لاَ اِلَهَ هُوْ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ -

তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং যিনি দৃশ্য অদৃশ্য সমস্ত জ্ঞানের অধিকারী। [সূরা হাশর : ২]

মানুষ এতোই সীমিত জ্ঞানের অধিকারী যে, তাঁর অসীম জ্ঞান সীমার নাগালের ধারে কাছেও পৌঁছুতে সক্ষম নয়। তবে যিনি ইচ্ছে করে মানুষকে যতোটুকু জ্ঞান দান করতে চান, সে কেবল ততোটুকুই জানে :

وَلاَ يُحِيْطُوْنَ بِشَئٍ مِنْ عِلْمِهِ اِلاَّ بِمَا شاَءَ -

তাঁর জ্ঞাত বিষয়ের কোনো কিছুই মানুষ নিজের আয়ত্বাধীন করতে পারেনা, তবে তিনি যতটুকু চান। [সূরা বাকারা: ২৫৫]

মানুষকে তিনিই জ্ঞান দান করেন। তবে মানুষকে তিনি সামান্য জ্ঞানই দান করেছেন :

وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنْ الْعِلْمِ اِلاَّ قِلَيْلاً -

তোমাদের জ্ঞানের কোনো অংশ দেয়া হয়নি, তবে সামান্য মাত্র। [সূরা বনি ইসরাইল : ৮৫]

তাই, মানুষের কর্তব্য তাঁর কাছেই জ্ঞানের জন্যে আরাধনা করা:

وَقُلْ رَبِّ زَدْنِىْ عِلْمًا -

বলোঃ প্রভু! আমাকে আরো অধিক জ্ঞান দাও। [সূরা তোয়াহা : ১১৪]

জ্ঞানের মূলসূত্র অহী ও নবুওয়ত :

জ্ঞানের মূল উৎস আল্লাহ তাআলা। আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। এই প্রকৃত জ্ঞান লাভ ছাড়া মানুষের পক্ষে প্রকৃত কল্যাণ ও মুক্তি লাভ করা সম্ভব নয়। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের জ্ঞান লাভের সূত্র হলো অহী ও নবুওয়ত। আল্লাহ যুগে যুগে বিভিন্ন জাতির কাছে তাদের মধ্যে থেকেই কিছু কিছু ব্যক্তিকে নবী-রসূল নিযুক্ত

করেছেন। তাদের কাছে তিনি প্রকৃত জ্ঞান অবতীর্ণ করেন। সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁর মাধ্যমে তিনি মানবতার মুক্তির জন্য পূর্ণ জ্ঞান অবতীর্ণ করেন। যে পদ্ধতিতে নবীর কাছে জ্ঞান অবতীর্ণ করা হয়, তার পারিভাষিক নাম অহী। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী হবার কারণে তাঁর মাধ্যমে অবতীর্ণ শিক্ষা সংরক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ নিজেই গ্রহণ করেছেন। এ শিক্ষা আমাদের কাছে দুইভাবে সংরক্ষিত আছে। এক, কুরআনের মাধ্যমে। দুই, হাদীস বা সুন্নাতে রসূলের মাধ্যমে। কুরআন সম্পূর্ণ নির্ভুল গ্রন্থ। একেকটি শব্দসহ গোটা গ্রন্থটি সন্দেহ সংশয়ের সম্পূর্ণ উর্দ্ধে। এই প্রতিটি বাক্য ও শব্দ হুবহু আল্লাহর নকিট থেকে অবতীর্ণ। এ হচ্ছে জ্ঞানের সম্পূর্ণ নির্ভুল ও অনাবিল সূত্র। হাদীস মূলত কুরআনেই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। কুরআনকে নবুওয়তি পন্থা ও দৃষ্টান্ত অনুযায়ী বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া হাদীসের মাধ্যমেই জানা সম্ভব। তাই ইহজগত ও পরজগতের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ লাভ করতে হলে মানুষকে অবশ্যি জ্ঞানের এই মূল সূত্রের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। এছাড়া বিকল্প নেই।

وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ.

এই কুরআন আমার কাছে অহীর মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে, যেন আমি এর সাহায্যে তোমাদের
সতর্ক করতে পারি।
[সূরা আনআম : ১৯]

وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ

নি:সন্দেহে তুমি এই কুরআন এক মহাবিজ্ঞানী সত্তার নিকট থেকে লাভ করছো।
[সূরা নামল : ৬]

وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ_

আল্লাহ তোমার প্রতি কিতাব ও হিকমাহ নাযিল করেছেন আর তোমাকে এমন জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন যা তোমার জানা ছিলো না। [সূরা আন নিসা: ১৩৩]

اِنَّ هَذَ الْقُرْاَنَ يَهْدِئ لِلَّتِىْ هِىَ اَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ :

এই কুরআন সেই পথ প্রদর্শন করে, যা সম্পূর্ণ সরল সোজা ও ঋজু। আর যারা একে মেনে নেয়, তাদেরকে সুসংবাদ প্রদান করে।

[সূরা বনি ইসরাঈল : ৯]

আসল শিক্ষক নবী নিজে

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে শিক্ষা ব্যবস্থা দিয়ে গেছেন, তার মূল শিক্ষক তিনি নিজেই। কী শিক্ষা দিতে হবে? এসব ব্যাপারে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই আদর্শ। তাকেঁই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষার সকল দিক ও বিভাগে অনুসরণ করতে হবে তাঁরই পদাংক:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلَ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمنْ كَانَ يَرْجُوْا اللهَ وَالْيَوْمَ الاَخِرَ -

তোমাদের জন্যে আল্লাহর রসূলের মধ্যে রয়েছে সর্বোত্তম নমুনা। ঐ ব্যক্তির জন্যে, যে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি আশাবাদী। [সূরা আহযাব : ২১]

তিনি শুধু নমুনাই নন। বরং মুমিনদের পক্ষে তাঁর নমুনা গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। জীবনের সবকিছু গ্রহণ বর্জন করতে হবে কেবল তাঁর শিক্ষার ভিত্তিতে :

وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا :

রসূল তোমাদের যা দেয় তাই গ্রহণ করো যা বর্জন করতে বলে, তা থেকে বিরত থাকো। [সূরা হাশর : ৭]

আল্লাহর দাসত্ব ও মানুষের প্রতিনিধিত্ব নীতির শিক্ষা ব্যবস্থা :

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা যে মূল বক্তব্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়, তাহলো মানুষ বিশ্ব নিখিলের সৃষ্টিকর্তা, মালিক ও পরিচালক এক লা-শরিক আল্লাহর দাস। তাঁর দাসত্ব করার জন্যই তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি তাঁর দাস মানুষকে পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ।

আমি জিন আর মানুষকে সৃষ্টি করেছি শুধু মাত্র আমার দাসত্ব করার জন্য। [সূরা যারিয়াত : ৫৬]

এই দাস মানুষকে পৃথিবীতে যে তাঁর প্রতিনিধিও নিযুক্ত করবেন, একথা মানুষকে সৃষ্টি করবার প্রাক্কালেই তিনি ফেরেশতাদের জানিয়ে দিয়েছিলেন :

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِىْ الاَرْضِ خَلِيْفَةً -

আর স্মরণ কর, যখন তোমার রব ফেরেশাতাদের বললেন নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে খলিফা সৃষ্টি করছি। (সূরা বাকারা:৩০)

মানুষের মধ্যে আল্লাহর দাসত্ব ও প্রতিনিধিত্ব করার চেতনা জাগ্রত করে দিয়ে তাকে আল্লাহর সত্যিকার দাস ও প্রতিনিধিরূপে গড়ে তোলাই এ শিক্ষানীতর মূল কথা।

আর এটাই মানুষের প্রকৃত ও সত্যিকারের মর্যাদা। তাই নবুওয়তি শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য আদর্শ নাগরিক তৈরি নয়, আদর্শ মানুষ তৈরি।

এই শিক্ষনীতি মানুষকে যেভাবে গড়ে তুলবার পরিকল্পনা দিয়েছে, তাহলো, মানুষ এক লা-শরিক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। রাসূলের মাধ্যমে প্রদত্ত বিধানের ভিত্তিতে তাঁর দাসত্ব করবে। সে শুধু নিজের একার মুক্তির জন্যেই কাজ করবেনা, বরঞ্চ আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের ভিত্তিতে গোটা বিশ্ব মানবতার পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণ, মুক্তি ও উন্নয়নের জন্যে নি:স্বার্থ ভাবে কাজ করে যাবে। এসব দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করলে আখিরাতের আদালতে তাকে কঠিন জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে এবং পরিণতিতে চিরকাল যন্ত্রাণাদায়ক শাস্তি ভোগ করতে হবে। পক্ষান্তরে যে এ সব দায়িত্ব পালন করবে। এক্ষেত্রে তার সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি ও ভালবাসা লাভকে তার জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করবে। এভাবেই মানুষ সত্যিকারভাবে ইবাদত ও খিলাফতের সঠিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে আর্দশ মানুষে পরিণত হবে। আর এ উদ্দেশ্যেই তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে :

مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ.

আরেকটি মানব দল আছে যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে নিজেদের জান প্রাণ উৎসর্গ করে দেয়। মূলত : আল্লাহ তাঁর এই দাসদের প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহশীল। [সূরা আল বাকারা : ২০৭]

মানুষকে এভাবে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলাই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের শিক্ষানীতির মূল লক্ষ্য। কারণ এটাই মানুষের পার্থিব ও পারলৌকিক মুক্তি ও কল্যাণ লাভের একমাত্র পথ।

মাওলানা মওদুদী(রহ) মুসলিম শাসনামলে শিক্ষা ব্যবস্থার সম্পর্কে এক পর্যালোচনায় বলেন :

তখন আমাদের দেশে যে শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল তার সময়ের দাবি ও প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট ছিল। এ ব্যবস্থায় এমন সকল বিষয়ই পড়ানো হতো , যা তখনকার রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজন ছিল। তাতে শুধু ধর্মীয় শিক্ষায় প্রদান করা হতো না বরং সে ব্যবস্থায় দর্শন, মানবিক, সমাজ ও রাষ্ট্রনীতি, সাহিত্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনে বিষয়েও শিক্ষা দেয়া হতো। কিন্তু যখন থেকে রাজনৈতিক বিপ্লব সংঘটিত হয় যার প্রেক্ষিতে আমরা গোলামে পরিণত হলাম তখন এই গোটা শিক্ষাব্যবস্থাই তার কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে।

পঞ্চম অধ্যায়ঃইসলামী মূল্যবোধ অবক্ষয়ের কারণ

মূল্যবোধ মানুষের নৈতিকতা, আদর্শ, আচরণ ও মানবিক গুণাবলির ভিত্তি। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে মূল্যবোধ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু বর্তমান সমাজে বিভিন্ন কারণে মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখা যাচ্ছে। নিম্নে এর প্রধান কারণসমূহ তুলে ধরা হলো—

১. আল্লাহ বিমুখ শিক্ষা ব্যবস্থা:

বৃটিশদের চালু করে যাওয়া শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন সময় কিছু কিছু সংস্কার ও মেরামতের কাজ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এই শিক্ষা ব্যবস্থার মূলধারা নিরেট আল্লাহ বিমুখ জড়বাদী দর্শনের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই পৃথিবী এবং এই মহাবিশ্ব কে সৃষ্টি করেছেন? কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন? আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এর জবাব নাস্তিকতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিংবা সংশয়বাদী ধারণা পেশ করা হয়েছ। এই বিশ্ব জগতের যে একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন, তিনিই যে গোটা মহাবিশ্ব অত্যন্ত বিজ্ঞতার সাথে পরিচালনা করেছেন, তিনিই যে মানুষকে বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, মানুষের জীবন যাপনের জন্যে জীবন দর্শন ও জীবন বিধান দিয়েছেন, আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুপুস্থিত।ধর্মীয় চর্চা কমে গেলে মূল্যবোধও দুর্বল হয়ে পড়ে।

২.বস্তুবাদ ও ভোগবাদী চিন্তাধারা:

বস্তুবাদ জীবনকে কেবল বস্তুগত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে, আর ভোগবাদ সেই বস্তুকে ভোগ করে সুখ খোঁজার চেষ্টা করে। এই দুই মিলে আধুনিক সমাজে এক ধরণের 'নিছক ইহলোকবাদ' তৈরি হয়েছে, যেখানে আধ্যাত্মিক বা মানবিক সম্পর্কের চেয়ে বস্তুগত সম্পদই প্রধান।বর্তমানে অর্থ ও ভোগবিলাসকে জীবনের প্রধান লক্ষ্য মনে করা হচ্ছে। ফলে মানুষ নৈতিকতার চেয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে।

৩.আধুনিক প্রযুক্তির অপব্যবহার :

ইন্টারনেট, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও বিভিন্ন মিডিয়ার অপব্যবহারের ফলে তরুণ সমাজ অনেক সময় অনৈতিক বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। এতে শালীনতা, সম্মানবোধ ও সামাজিক দায়িত্ববোধ কমে যাচ্ছে।তরুণ প্রজন্ম স্মার্টফোনে বন্দী হয়ে যাচ্ছে ফলে তাদের পড়াশোনা ও সামাজিকতা কমে যাচ্ছে। সাইবার অপরাধ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের অনলাইন গেম ও সোশ্যাল মিডিয়ায় উগ্রবাদ দেখে কিশোর কিশোরীর অপরাধ জগতে ধাবিত হচ্ছে। ইন্টারনেট সহজলভ্য হওয়ায় তরুনরা অসামাজিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে।

৪.পারিবারিক পরিবেশের পরিবর্তন:

আধুনিক সমাজে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে পারিবারিক পরিবেশের পরিবর্তন।পরিবার হলো মানুষের নৈতিকতা ও চরিত্র গঠনের প্রথম পাঠশালা, তাই এই পরিবেশের যে কোনো বড় ধরনের পরিবর্তন সরাসরি ব্যক্তির আচরণ ও মূল্যবোধের ওপর প্রভাব ফেলে। পারিবারিক পরিবেশের পরিবর্তন কীভাবে মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটাচ্ছে, তার প্রধান কারণগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

পারিবারিক বন্ধনের শৈথিল্য:

যৌথ পরিবার ভেঙে একক পরিবার গঠিত হওয়ার ফলে সন্তানদের ওপর বড়দের শাসন ও স্নেহের ছায়া কমে যাচ্ছে। একক পরিবারে বাবা-মা দুজনেই কর্মজীবী হলে সন্তানরা একাকীত্বে ভোগে এবং সঠিক দিকনির্দেশনার অভাবে ভুল পথে পরিচালিত হওয়ার সুযোগ পায়।

বাবা-মায়ের উদাসীনতা ও সময়ের অভাব:

আধুনিক জীবনের ব্যস্ততা ও অর্থনৈতিক চাপে বাবা-মা সন্তানদের পর্যাপ্ত সময় দিতে পারছেন না। অনেক ক্ষেত্রে বাবা-মায়েরা সন্তানের হাতে ইলেকট্রনিক ডিভাইস বা

মোবাইল তুলে দিয়ে নিজেরা দায়িত্বমুক্ত হতে চান, যা সন্তানদের মধ্যে অসামাজিক ও অনৈতিক আচরণের বীজ বপন করে।

ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার অভাব:

বর্তমানে অনেক পরিবারেই ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার চর্চা কমে গেছে। সততা, সহমর্মিতা এবং শ্রদ্ধাবোধের মতো মৌলিক বিষয়গুলো পরিবার থেকে শেখানো না হওয়ায় তরুণ প্রজন্মের মধ্যে স্বার্থপরতা ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক মনোভাব বাড়ছে।

প্রযুক্তির অপব্যবহার ও সাংস্কৃতিক প্রভাব:

ইন্টারনেটের সহজলভ্যতা এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের ফলে কিশোর-কিশোরীরা ভিনদেশি অপসংস্কৃতি ও অনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। পরিবারের নজরদারির অভাবে তারা অনেক সময় অপরাধমূলক কাজেও জড়িয়ে পড়ছে।

সাফল্যের ভ্রান্ত ধারণা:

অনেক পরিবারে সন্তানদের শুধু ভালো রেজাল্ট বা পেশাগত সাফল্যের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়, যেখানে নৈতিকতার স্থান গৌণ হয়ে যায়। এই ধরনের মনোভাব সন্তানদের মনে এমন ধারণা দেয় যে, সাফল্য অর্জনের জন্য যে কোনো পথ বেছে নেওয়া বৈধ।

পারিবারিক কলহ:

বাবা-মায়ের মধ্যে নিয়মিত ঝগড়া বা অশান্তি সন্তানদের মনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং তাদের মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে, যা পরবর্তীকালে তাদের নৈতিক স্খলনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

৫.ইসলাম ফোবিয়া:

ইসলামোফোবিয়া (ইসলাম বা মুসলিমদের প্রতি অযৌক্তিক ভয় বা ঘৃণা) এবং মূল্যবোধের অবক্ষয় একে অপরের সাথে গভীরভাবে জড়িত। ইসলামোফোবিয়া নিজে যেমন মূল্যবোধের সংকটের ফল, তেমনি এটি সমাজের নৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর আরও অবনতি ঘটায়। এর প্রধান কারণগুলো নিচে তুলে ধরা হলো:
*পশ্চিমা মিডিয়া এবং বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে নেতিবাচক এবং একপেশে তথ্য প্রচার করা হয়। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ তৈরি হয়।

*মানুষ যখন নিজের ধর্মের সঠিক শিক্ষা এবং নৈতিক আদর্শ থেকে দূরে সরে যায়, তখন তাদের মধ্যে গোঁড়ামি ও অন্যের প্রতি ও শ্রদ্ধা তৈরি হয় , যা ইসলাম ফোবিয়ার জন্ম দেয়।
*রাজনৈতিক দল বা উগ্রপন্থী সংগঠনগুলো নিজেদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে ইসলামকে একটি ‘হুমকি’ হিসেবে চিত্রাহিত করে।

*বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের অভাব থাকলে ভুল বুঝাবুঝি বৃদ্ধি পায় এবং এই দূরত্ব থেকে সৃষ্টি হয় ইসলাম ফোবিয়ার।

সামগ্রিকভাবে, ইসলামোফোবিয়া সমাজের,সহনশীলতা, ন্যায়বিচার এবং পারস্পরিক সম্মানবোধকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, যা একটি সুস্থ সমাজের জন্য অত্যাবশ্যকীয় মূল্যবোধ।

৬.জীবন পদ্ধতি সম্পর্কে নির্দেশনা বর্জিত শিক্ষা:

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার মূলধারাই যেহেতু আল্লাহ বিমুখ ও ঈমান আকীদা বিবর্জিত দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই এ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে আদর্শিক জীবন ও জীবন পদ্ধতি লাভকরার তো কোনো প্রশ্নই আসে না। মহান আল্লাহ অহী ও নবুওয়তের মাধ্যমে মানুষের জন্যে যে হিদায়াত ও জীবন যাপন পদ্ধতি পাঠিয়েছেন, এ শিক্ষা ব্যবস্থা সে সম্পর্কে নীরব। শুধু নীরবই নয়, বরং বিরূপ। এ শিক্ষা ব্যবস্থায় যারা শিক্ষিত হচ্ছে, তারা না ইসলামি জীবন পদ্ধতি সম্পর্কে কোনো জ্ঞান লাভ করার সুযোগ পাচ্ছে, না সত্যিকার মুসলিম হয়ে গড়ে উঠতে পারছে আর না জীবন যাপনের সঠিক পথ খুঁজে পাচ্ছে। এর ফলে এ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকদের মধ্যে বহুরংগী জীবন যাপনের প্রবণতা দিন দিন বেড়েই চলেছে যা মূল্যবোধের অবক্ষয় বৃদ্ধি করছে।

৭.পশ্চিমা সাংস্কৃতির অন্ধ অনুকরন:

পশ্চিমা সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণ আধুনিক সমাজে মূল্যবোধের অবক্ষয়ের অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়। বর্তমান যুগে বিশ্বায়ন, প্রযুক্তি ও গণমাধ্যমের প্রভাবে পশ্চিমা সংস্কৃতির বিস্তার দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। জ্ঞান, বিজ্ঞান ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে পশ্চিমা বিশ্বের ইতিবাচক অবদান থাকলেও অন্ধভাবে তাদের সংস্কৃতি অনুসরণ অনেক সময় ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজে নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যখন মানুষ নিজস্ব ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় ভুলে কেবল বাহ্যিক চাকচিক্য ও ভোগবাদকে গ্রহণ করে, তখন মূল্যবোধ ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে।

৮.দুর্নীতি ও সামাজিক অনিয়ম :

দুর্নীতি ও সামাজিক অনিয়ম বর্তমান সমাজের অন্যতম বড় সমস্যা। এগুলো শুধু অর্থনৈতিক ক্ষতিই করে না, বরং মানুষের নৈতিকতা, সততা ও মানবিক মূল্যবোধকেও ধ্বংস করে দেয়। যখন সমাজে অন্যায়, অসততা ও অনৈতিক কাজ স্বাভাবিক হয়ে যায়, তখন মানুষের মধ্যে ভালো-মন্দের পার্থক্য করার প্রবণতা কমে যায়। ফলে মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে।দুর্নীতি ও সামাজিক অনিয়ম একটি জাতির নৈতিক ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয়। এর ফলে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রে মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখা দেয়।

৯.আল্লাহ ভীতি ও আখেরাতের চেতনায় দুর্বলতা

অনুভূতি মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠনের মূল ভিত্তি। এই চেতনায় দুর্বলতা মূলত একজন মানুষের মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটায় এবং তাকে অন্যায়ের দিকে ধাবিত করে। এর প্রধান কারণগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

জবাবদিহিতার অভাব:

যখন মানুষের অন্তর থেকে আখেরাতে আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর এবং প্রতিটি কাজের হিসাব দেওয়ার ভয় চলে যায়, তখন সে দুনিয়ার স্বার্থে যে কোনো অন্যায় করতে দ্বিধা করে না ।

দুনিয়ার প্রতি অতি আসক্তি:

ইহকালকে একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা এবং দুনিয়ার লোভ-লালসা ও ভোগের প্রতি অতিরিক্ত আকর্ষণ মানুষকে পরকাল সম্পর্কে উদাসীন করে তোলে, যা নৈতিক স্খলনের অন্যতম কারণ ।

পাপ কাজে অভ্যস্ত হওয়া:

বারবার ছোট-বড় পাপে লিপ্ত হলে অন্তরে কালিমা পড়ে যায় এবং আল্লাহ্ ভীতি কমে আসে। ফলে অন্যায় কাজকেও তখন আর অপরাধ মনে হয় না ।

অজ্ঞতা ও জ্ঞানের অভাব:

আল্লাহ তাআলার পরিচয়, তাঁর বিধি-বিধান এবং পরকালের ভয়াবহতা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাব মানুষকে বিপথগামী করে এবং তার নৈতিক মূল্যবোধ ধ্বংস করে দেয়।

শয়তানের প্ররোচনা:

পরকাল বিমুখ মানুষকে শয়তান খুব সহজেই বিভ্রান্ত করতে পারে। সে অন্যায় ও অশ্লীল কাজগুলোকে মানুষের সামনে চাকচিক্যময় করে উপস্থাপন করে, যা দুর্বল ঈমানের মানুষকে অপরাধের পথে টেনে নেয়।

ধর্মীয় অনুশাসনের অভাব:

ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে ধর্মীয় শিক্ষার চর্চা না থাকলে আল্লাহ ভীতির চেতনা কমে যায়। এর ফলে মানুষ মিথ্যাচার, দুর্নীতি ও অন্যের অধিকার হরণের মতো গর্হিত কাজে জড়িয়ে পড়ে।

মূলত, অন্তরে আল্লাহর স্মরণ এবং আখেরাতের জবাবদিহিতার ভয় জাগ্রত না থাকলে মানুষের নৈতিক চরিত্র দুর্বল হয়ে পড়ে, যা সামগ্রিকভাবে সমাজে মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃমূল্যবোধ অবক্ষয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকদের ভূমিকা ও সীমাবদ্ধতা

একটি জাতির সার্বিক উন্নয়নের পিছনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকদের যথাযথ ভূমিকা অপরিসীম। অন্যদিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকের যথাযথ ভূমিকার অভাবে মূল্যবোধের অবক্ষয় হয়ে থাকে।

১.আদর্শ শিক্ষকের অভাব :

সমাজে মূল্যবোধের অবক্ষয়ের পেছনে বহু কারণ থাকলেও আদর্শ শিক্ষকের অভাব একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। শিক্ষক শুধু জ্ঞানদানকারী নন; তিনি একজন পথপ্রদর্শক, চরিত্র নির্মাতা ও নৈতিকতার শিক্ষাদাতা। একজন আদর্শ শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে সততা, শৃঙ্খলা, দায়িত্ববোধ, মানবতা ও ধর্মীয়-নৈতিক চেতনা জাগ্রত করেন। কিন্তু যখন শিক্ষকদের মধ্যে আদর্শিক গুণাবলির ঘাটতি দেখা দেয়, তখন শিক্ষার্থীদের নৈতিক বিকাশ ব্যাহত হয় এবং সমাজে মূল্যবোধের অবক্ষয় বৃদ্ধি পায়।

২.পদ্ধতিগত ত্রুটি :

মূল্যবোধের অবক্ষয় কেবল নৈতিক চ্যুতি নয়, বরং এটি একটি গভীর সামাজিক সংকট যা বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার কিছু পদ্ধতিগত ত্রুটির কারণে আরও প্রকট হচ্ছে। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা প্রায়শই মানবিক বিকাশের চেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফলাফলকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে।পদ্ধতিগত আরো কিছু ত্রুটি হলো :

*শিক্ষার্থীকে ভালো মানুষ করার চেয়ে ভালো ফলাফল অর্জনের পেছনে দৌড়াতে বাধ্য করছে। ফলে শিক্ষার্থীর মধ্যে নৈতিক শিক্ষার চেয়ে বাণিজ্যিক সাফল্য প্রাধান্য পাচ্ছে।

*শিক্ষা পাঠ্যক্রমে বাস্তবভিত্তিক নৈতিকতা ও মূল্যবোধ চর্চার পর্যাপ্ত সুযোগ নেই।

*শিক্ষা ক্ষেত্রে ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থাপনা নৈতিক উন্নতির পরিবর্তে বস্তুবাদী হতে সহায়তা করছে।

*পুঁথিগত বিদ্যার উপর জোর দেয়া হয়, যেখানে আনন্দময় শিখন বা বাস্তব জীবনের নৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার দক্ষতা শিখানো হয় না।

*দারিদ্র ও অর্থনৈতিক বৈষম্য অনেক সময় শিক্ষার্থীদের অনৈতিক পথে পরিচালিত করে,যা শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে যথাযথভাবে মোকাবেলা করা সম্ভব হচ্ছে না।

৩.সহশিক্ষা ও মিশ্র সংস্কৃতির প্রভাব :

সহশিক্ষা এবং মিশ্র সংস্কৃতির প্রভাব বর্তমানে সামাজিক মূল্যবোধ অবক্ষয়ের অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। সঠিক দিকনির্দেশনা ও নৈতিক শিক্ষার অভাবে এগুলোর নেতিবাচক দিকগুলো তরুণ প্রজন্মের ওপর প্রভাব ফেলছে।
সহশিক্ষা ও মিশ্র সংস্কৃতির প্রভাবে মূল্যবোধ অবক্ষয়ের প্রধান কারণগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

- সহশিক্ষার পরিবেশে কিশোর-কিশোরীরা প্রায়শই নৈতিক শিক্ষার অভাবে বয়সের অপরিণত আবেগের বশবর্তী হয়ে প্রেমে জড়িয়ে পড়ে, যা পড়াশোনায় বিঘ্ন ঘটায়।
- স্কুল-কলেজে ছেলে-মেয়ে একসাথে পড়ার সুবাদে অনেক ক্ষেত্রে তারা অবাধ মেলামেশার সুযোগ পায়, যা রক্ষণশীল সমাজে মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক।
- নৈতিকতার ঘাটতি থাকলে সহশিক্ষার পরিবেশে যৌন হয়রানি বা অনাকাঙ্ক্ষিত সম্পর্কের ঘটনা বৃদ্ধি পায়, যা সামাজিক অবক্ষয়ের মূল কারণ।
- মিশ্র সংস্কৃতির নেতিবাচক প্রভাব:

স্যাটেলাইট টেলিভিশন এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে ভিনদেশি সংস্কৃতি অন্ধভাবে অনুকরণ করার ফলে তরুণ প্রজন্ম নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ভুলে যাচ্ছে।

- ❖ মিশ্র সংস্কৃতির প্রভাবে ভোগবাদী মানসিকতা, অশালীন পোশাক, এবং ভোগ-বিলাসের প্রবণতা বাড়ছে, যা পুরোপুরি মূল্যবোধের পরিপন্থী।

ভিনদেশি সংস্কৃতির প্রভাবে যৌথ পরিবার ভেঙে একক পরিবার বাড়ছে, ফলে বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধা ও পারিবারিক বন্ধন দুর্বল হচ্ছে

- ❖ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অপসংস্কৃতির দ্রুত বিস্তারের ফলে যুবসমাজ মাদকের জয়জয়কার, পরকীয়া ও সামাজিক বিশৃঙ্খলার দিকে ঝুঁকে পড়ছে।

যৌথ প্রভাব:

- ❖ সহশিক্ষা ও মিশ্র সংস্কৃতির ধারায় অনেক সময় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হলেও, নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার অভাব থেকে যায়।
- ❖ নিজ দেশের প্রথাগত মূল্যবোধ এবং মিশ্র সংস্কৃতির আধুনিকতার সংঘাত তরুণদের বিভ্রান্তিতে ফেলছে।

সপ্তম অধ্যায়ঃইসলামী মূল্যবোধ অবক্ষয়ের প্রভাব

ইসলামী মূল্যবোধ মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের নৈতিক ভিত্তি। যখন এই মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে, তখন ব্যক্তি ও সমাজ উভয় ক্ষেত্রেই নানাবিধ নেতিবাচক প্রভাব দেখা দেয়। নিচে ইসলামী মূল্যবোধ অবক্ষয়ের প্রধান প্রভাবসমূহ আলোচনা করা হলো—

১. নৈতিক চরিত্রের অবনতি

ইসলামী মূল্যবোধ সত্যবাদিতা, আমানতদারিতা, লজ্জাশীলতা ও ন্যায়পরায়ণতার শিক্ষা দেয়। মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ফলে মানুষ মিথ্যা, প্রতারণা, দুর্নীতি ও অসততার দিকে ঝুঁকে পড়ে। ফলে সমাজে নৈতিক সংকট সৃষ্টি হয়।
আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَٰنِ وَإِيتَآئِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ ﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচার, সদাচার ও আত্মীয়কে দান করার নির্দেশ দেন।"
— সূরা আন-নাহল : ৯০

২. পারিবারিক বন্ধনের দুর্বলতা

ইসলামী মূল্যবোধ পরিবারে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করে। মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ফলে পিতা-মাতার অবাধ্যতা, দাম্পত্য কলহ, বিবাহ বিচ্ছেদ ও পারিবারিক অশান্তি বৃদ্ধি পায়।

৩. সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধি

যখন মানুষ ইসলামী নীতি-নৈতিকতা থেকে দূরে সরে যায়, তখন সমাজে চুরি, ডাকাতি, হত্যা, মাদকাসক্তি ও সহিংসতা বৃদ্ধি পায়। সামাজিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়।
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ
“তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যার চরিত্র উত্তম।”
— সহীহ বুখারী

৪. দুর্নীতি ও অন্যায়ের বিস্তার

মূল্যবোধহীন সমাজে ঘুষ, স্বজনপ্রীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার বৃদ্ধি পায়। মানুষ ন্যায়ের পরিবর্তে ব্যক্তিস্বার্থকে প্রাধান্য দেয়। ফলে রাষ্ট্র ও সমাজে সুশাসন ব্যাহত হয়।

৫. শিক্ষাব্যবস্থার অধঃপতন

ইসলামী মূল্যবোধের অভাবে শিক্ষা কেবল চাকরি ও অর্থ উপার্জনের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। চরিত্র গঠন ও নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব কমে যায়। এর ফলে শিক্ষিত হলেও অনেক মানুষ নৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে।

৬. যুবসমাজের বিপথগামিতা

যুবসমাজ ইসলামী আদর্শ থেকে বিচ্যুত হলে অশ্লীলতা, মাদক, অপরাধ ও অপসংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়। এতে জাতির ভবিষ্যৎ হুমকির মুখে পড়ে।

৭. মানসিক অশান্তি ও আত্মিক শূন্যতা

ইসলামী মূল্যবোধ মানুষকে আত্মিক প্রশান্তি ও আল্লাহভীতি শিক্ষা দেয়। মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ফলে মানুষ ভোগবাদে নিমজ্জিত হয়ে মানসিক অশান্তি, হতাশা ও আত্মিক শূন্যতায় ভোগে।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ

"জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণেই হৃদয়ের প্রশান্তি লাভ হয়।"

— সূরা আর-রা'দ : ২৮

৮. জাতীয় ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ নষ্ট হওয়া

ইসলাম মানুষকে ভ্রাতৃত্ব, সহমর্মিতা ও মানবতার শিক্ষা দেয়। মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ফলে হিংসা, বিভেদ ও সংঘাত বৃদ্ধি পায়, যা জাতীয় ঐক্যকে দুর্বল করে।

৯. আল্লাহর শাস্তি ও বরকত হ্রাস

যখন সমাজে অন্যায়, অশ্লীলতা ও অবাধ্যতা বৃদ্ধি পায়, তখন আল্লাহর রহমত ও বরকত কমে যায়। বিভিন্ন সামাজিক বিপর্যয় ও দুর্যোগ বৃদ্ধি পেতে পারে।

অষ্টম অধ্যায়ঃতুলনামূলক বিশ্লেষণ

প্রথাগত মাদ্রাসা ও আধুনিক শিক্ষা :
শিক্ষা মানুষের জ্ঞান, নৈতিকতা ও দক্ষতা বিকাশের প্রধান মাধ্যম। বাংলাদেশসহ মুসলিম সমাজে শিক্ষা ব্যবস্থা মূলত দুই ধারায় বিভক্ত—প্রথাগত মাদ্রাসা শিক্ষা ও আধুনিক সাধারণ শিক্ষা। উভয় ব্যবস্থার উদ্দেশ্য, পাঠ্যক্রম ও দৃষ্টিভঙ্গিতে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে।

১. উদ্দেশ্যগত পার্থক্য

প্রথাগত মাদ্রাসা শিক্ষা: এর প্রধান লক্ষ্য হলো ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন, কুরআন-হাদিসের শিক্ষা, ইসলামী শরীয়াহ বোঝা এবং নৈতিক চরিত্র গঠন।
আধুনিক শিক্ষা: এর লক্ষ্য হলো বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং পেশাগত যোগ্যতা তৈরি করা, যাতে কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয়।

২. পাঠ্যক্রম (Curriculum)

মাদ্রাসা শিক্ষা: কুরআন, তাফসির, হাদিস, ফিকহ, আরবি ভাষা, উসুল ইত্যাদি বিষয় প্রধান। কিছু ক্ষেত্রে সাধারণ বিষয় সীমিতভাবে অন্তর্ভুক্ত থাকে।
আধুনিক শিক্ষা: গণিত, বিজ্ঞান, তথ্যপ্রযুক্তি, সমাজবিজ্ঞান, ভাষা ও পেশাগত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকে।

৩. জ্ঞানধারার প্রকৃতি

মাদ্রাসা শিক্ষা: এটি মূলত ধর্মকেন্দ্রিক ও মূল্যবোধভিত্তিক জ্ঞান প্রদান করে, যা আত্মিক ও নৈতিক উন্নয়নকে গুরুত্ব দেয়।

আধুনিক শিক্ষা: এটি বাস্তবমুখী, প্রযুক্তিনির্ভর ও গবেষণাভিত্তিক জ্ঞান প্রদান করে, যা বৈজ্ঞানিক চিন্তাকে উৎসাহিত করে।

৪. মূল্যবোধ ও নৈতিক শিক্ষা

মাদ্রাসা শিক্ষা: নৈতিকতা, আখলাক, ইবাদত ও আধ্যাত্মিকতা গঠনে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।
আধুনিক শিক্ষা: নৈতিক শিক্ষা থাকলেও তা তুলনামূলকভাবে সীমিত; অনেক ক্ষেত্রে এটি মূল পাঠ্যক্রমের কেন্দ্রে নয়।

৫. কর্মসংস্থান ও ব্যবহারিক দিক

মাদ্রাসা শিক্ষা: ধর্মীয় পেশা যেমন ইমাম, খতিব, শিক্ষক ইত্যাদিতে সীমিত কর্মক্ষেত্র তৈরি করে।
আধুনিক শিক্ষা: প্রযুক্তি, প্রশাসন, চিকিৎসা, প্রকৌশলসহ বিস্তৃত কর্মক্ষেত্র তৈরি করে।

৬. সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা

মাদ্রাসা শিক্ষা: ধর্মীয় সমাজে অত্যন্ত সম্মানিত, তবে আধুনিক চাকরির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা রয়েছে।
আধুনিক শিক্ষা: অর্থনৈতিক ও পেশাগত ক্ষেত্রে বেশি গ্রহণযোগ্য হলেও নৈতিক শিক্ষা নিয়ে সমালোচনা রয়েছে।
প্রথাগত মাদ্রাসা শিক্ষা ধর্মীয় ও নৈতিক ভিত্তি মজবুত করে, অন্যদিকে আধুনিক শিক্ষা বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি দক্ষতা দেয়। একটি উন্নত জাতি গঠনের জন্য এই দুই ব্যবস্থার মধ্যেই সমন্বয় প্রয়োজন—যাতে একজন শিক্ষার্থী একই সাথে নৈতিকভাবে উন্নত এবং প্রযুক্তিগতভাবে দক্ষ হতে পারে।

নবম অধ্যায়ঃউত্তরণের উপায় ও সুপারিশ

মূল্যবোধের অবক্ষয় বর্তমান সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। এটি রোধে পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্র—সবাইকে সমন্বিতভাবে ভূমিকা রাখতে হবে। নিচে মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধে উত্তরণের উপায় ও সুপারিশ সমূহ দেয়া হলো:

১. পারিবারিক শিক্ষার শক্তিশালীকরণ:

পরিবারই শিশুর প্রথম বিদ্যালয়। তাই—

**সন্তানকে ছোটবেলা থেকেই নৈতিক শিক্ষা দিতে হবে

**বাবা-মায়ের আচরণ হতে হবে আদর্শমূলক

**পারিবারিক বন্ধন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে

**সন্তানদের সাথে গুণগত সময় কাটানো জরুরি

**সন্তানদের কার্যক্রমের উপর নজরদারি রাখা

** সন্তানকে সঙ্গী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে উত্তম পরামর্শ দেয়া।যাতে সে একজন আদর্শ বন্ধু বাছাই করতে পারে।

** সন্তানের ভুলের জন্য অতিরিক্ত শাসন না করা। বরং তাকে উত্তম ভাবে বোঝানো যাতে পরের বারেই ভুলটা না হয়।

**অপরিপক্ক বয়সে ইন্টারনেট ব্যবহারের পারমিশন না দেওয়া।

**স্মার্টফোন ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ রাখা।

**শারীরিক খেলাধুলায় উৎসাহ দেওয়া।

২. শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্তি:

**পাঠ্যসূচিতে নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা

**শুধু পরীক্ষানির্ভর শিক্ষা নয়, চরিত্র গঠনের শিক্ষা দিতে হবে

**শিক্ষককে আদর্শ ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তোলা

**সহশিক্ষার ক্ষেত্রে নৈতিক নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা

৩. ধর্মীয় মূল্যবোধের পুনর্জাগরণ:

**কুরআন ও হাদিসভিত্তিক শিক্ষা বিস্তার করা
**মসজিদ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা জোরদার করা
**ইসলামি নৈতিকতার বাস্তব প্রয়োগে উৎসাহ দেওয়া
**ধর্মীয় দাওয়াতি কার্যক্রম জোরদার করা

৪. গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের নিয়ন্ত্রণ:

**অশ্লীলতা ও অনৈতিক কনটেন্ট নিয়ন্ত্রণ করা
**ইতিবাচক ও শিক্ষামূলক কনটেন্ট প্রচার বৃদ্ধি করা
**তরুণদের মিডিয়া সচেতনতা বৃদ্ধি করা

৫. নৈতিক নেতৃত্ব ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা

**রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দুর্নীতি দমন করা
**ন্যায়ভিত্তিক প্রশাসন গঠন করা
**নেতৃবৃন্দের মধ্যে সততা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা

৬. সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি

**মূল্যবোধ বিষয়ক সেমিনার ও ক্যাম্পেইন আয়োজন
**যুবসমাজকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য সংগঠন গঠন
**সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা

৭. পশ্চিমা সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণ পরিহার

**নিজস্ব সংস্কৃতি ও ধর্মীয় পরিচয় সংরক্ষণ করা
**অপ্রয়োজনীয় ভোগবাদী মানসিকতা কমানো
**স্থানীয় মূল্যবোধকে গুরুত্ব দেওয়া

৮.আদর্শ শিক্ষক গঠন:

**শিক্ষককে নৈতিক রোল মডেল হিসেবে গড়ে তুলতে হবে
**শিক্ষক প্রশিক্ষণে মূল্যবোধ শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা
**শিক্ষকের আচরণ শিক্ষার্থীর জন্য অনুকরণীয় হওয়া উচিত
**শিক্ষার্থীদের মাঝে উত্তম কাজের প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা।

৯. সহশিক্ষা ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা বজায় রাখা:

**সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নৈতিক শালীনতা নিশ্চিত করা
**অপ্রয়োজনীয় মিশ্রতা ও অনৈতিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা
**নিরাপদ ও শালীন শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করা
** সুবিধাজনক হলে আলাদা ক্যাম্পাসের ব্যবস্থা করা। নয়তো শিফটিং সিস্টেম করা যেতে পারে।

১০.ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা বৃদ্ধি :

**মসজিদভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণ
**খুতবা ও দাওয়াতি কার্যক্রমে নৈতিকতা জোরদার
**তরুণদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনি প্রোগ্রামের আয়োজন করা।

১১. ভোগবাদী মানসিকতা নিয়ন্ত্রণ

**অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতা পরিহার করা
**মিতব্যয়িতা ও সন্তুষ্টির শিক্ষা দেওয়া
**অতিরিক্ত ভোগবাদী সংস্কৃতি থেকে সমাজকে দূরে রাখা

১২.যুব সমাজকে সঠিক দিক নির্দেশনা :

**খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক ও সৃজনশীল কাজে সম্পৃক্ত করা
**ক্যারিয়ার ও নৈতিক গাইডলাইন প্রদান
**মাদক ও অনৈতিক কার্যকলাপ থেকে দূরে রাখা

১৩.নারী ও পুরুষের নৈতিক শালীনতা :

**শালীন পোশাক ও আচরণে সচেতনতা বৃদ্ধি।
** প্রত্যেকেই যেন নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে অবগত থাকে।

১৪.শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় পরিবেশ সৃষ্টি :

**স্কুল ও কলেজে নৈতিক পরিবেশ বজায় রাখা
**ধর্মীয় অনুশীলনের সুযোগ তৈরি করা

১৫.পরিবার -শিক্ষা প্রতিষ্ঠান -সমাজের সমন্বয়

**নৈতিক শিক্ষা বাস্তবায়নে তিনটি স্তরের সমন্বিত ভূমিকা অতীব জরুরী।
**অভিভাবক-শিক্ষক-সমাজের যৌথ দায়িত্ব নিশ্চিত করা

মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধ একটি একক প্রতিষ্ঠানের কাজ নয়; বরং এটি পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় নেতৃত্ব, গণমাধ্যম ও রাষ্ট্রের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল। নৈতিক শিক্ষা ও ইসলামী মূল্যবোধের সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে একটি আদর্শ, শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল সমাজ গঠন সম্ভব।

দশম অধ্যায়ঃউপসংহার

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় মূল্যবোধ অবক্ষয়ের চ্যালেঞ্জ একটি বহুমাত্রিক ও গভীর সামাজিক সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় জ্ঞান অর্জনের উপর যতটা গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, নৈতিকতা, চরিত্র গঠন এবং মানবিক মূল্যবোধ বিকাশের উপর ততটা সমান গুরুত্ব প্রতিফলিত হচ্ছে না। এর ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মকেন্দ্রিকতা, ভোগবাদিতা, অসহিষ্ণুতা এবং নৈতিক শিথিলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

গবেষণার আলোকে দেখা যায় যে, পাঠ্যসূচির সীমাবদ্ধতা, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্কের দুর্বলতা, প্রযুক্তির অপব্যবহার এবং পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশের পরিবর্তন—এসবই মূল্যবোধ অবক্ষয়ের প্রধান কারণ হিসেবে কাজ করছে। বিশেষ করে নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার দুর্বল উপস্থিতি শিক্ষার্থীদের চরিত্র গঠনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

তবে এ সমস্যা অপ্রতিরোধ্য নয়। উপযুক্ত শিক্ষা সংস্কার, নৈতিক শিক্ষার সমন্বয়, শিক্ষক প্রশিক্ষণের উন্নয়ন এবং পরিবার ও সমাজের সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের মাধ্যমে এই অবক্ষয় রোধ করা সম্ভব। একই সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থায় মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধকে কেন্দ্র করে একটি ভারসাম্যপূর্ণ কাঠামো গড়ে তোলা জরুরি।

সর্বোপরি বলা যায়, আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থাকে শুধু জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম হিসেবে নয়, বরং নৈতিক ও আদর্শ মানুষ গঠনের একটি পূর্ণাঙ্গ প্রক্রিয়া হিসেবে গড়ে তুলতে পারলেই মূল্যবোধ অবক্ষয়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা সম্ভব হবে।

একাদশ অধ্যায়ঃগ্রন্থপঞ্জি

আল-কুরআন
সহীহ বুখারী
সহীহ মুসলিম
মুসনাদ আহমদ
ইমাম আল-গাজ্জালী, ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন
ইসলামী মূল্যবোধের ধারণা
বাংলাদেশ ইসলামি শিক্ষানীতির রূপরেখা
Al-Quran
Tafsir Ibn Kathir
Tafhimul Quran
Riyadus

https://www.facebook.com/bangladeshislamichhatrashibir/photos/%E0%A6%A8%E0%A7%88%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AC%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%9F-%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%80%E0%A7%9F%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B9%E0%A7%80%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%9C%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A4-

%E0%A6%86%E0%A6%9C%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%86/10157448238487751/?set=a.497345005766409

https://alaponblog.com/post/1516/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%9A%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%93-%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%A4%E0%A6%BE

https://sylhetvoice24.com/opinion/12